দৈনিক
ইনকিলাব

26 APR 2008
১২ ৭

বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে সুপারিশ কাল

নাছিম উল আলম

প্রায় ২৯ বছর আগে মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি আগামীকাল শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে তাদের সুপারিশমালা পেশ করছে। তবে এ কমিটি প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট স্থানের সুপারিশ না করে তারা পূর্বনির্ধারিত স্থানসহ পরবর্তীতে যেসব স্থানের কথা এসেছে সবগুলোর ব্যাপারেই সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে তাদের রিপোর্টে আলোকপাত করবে বলে জানা গেছে। আগামীকাল শিক্ষা সচিবের কাছে এ রিপোর্ট দাখিলের পরে তা শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে যাবে। তার সুপারিশ ও মতামতসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও পরবর্তী সরকারগুলোর অনীহা ও আমলাতান্ত্রিক নানা কূটচালে গত ২৯ বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি সর্বশেষ বিগত সরকারের সময় এলাকা জমি বাছাই, প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন, জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদনসহ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরও পুরো বিষয়টি থমকে গেছে। সরকার পরিবর্তনের পরে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় নগরীর পশ্চিমপ্রান্তের ডেফুলিয়া এলাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য বাছাইকৃত ৫০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৫ একর ভোগদখলকারী এক ভূমিদস্যুর স্বার্থসংরক্ষণে ব্রতী হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ মহল। অথচ ওই জমির উপরই পুরো প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। পাশাপাশি ২০০৬-এর ১৭ সেপ্টেম্বর সেখানে ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত ওই জমির মধ্যে প্রায় ১০ একর সরকারী খাসজমি ও আরো প্রায় ১৫ একর অর্পিত সম্পত্তি স্বাধীনতার পর থেকেই এক ভূমিদস্যু ভোগদখল করে আসছিল। অভিযোগ রয়েছে ১/১১-এর সরকার পরিবর্তনের পর নিরাপদ দূরত্বে থেকে ডেফুলিয়ার ওই এলাকা থেকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্তনে উদ্যোগী হয় ওই মহলটি। তাদের প্রচেষ্টায়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি টিম অতি গোপনে বরিশালে এসে নগরী থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বরিশাল-ফরিদপুর জাতীয় মহাসড়কের উপর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন স্থান নির্ধারণ করে। ওই কমিটি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্বনির্ধারিত স্থানের জমির দাম বেশী ও নতুন স্থানের দাম কম বলে যুক্তি দাঁড় করিয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করে। অথচ বরিশালের জেলা প্রশাসনের ভূমি হুকুম দখল অফিসের হিসাব মতে, পূর্বনির্ধারিত ডেফুলিয়ায় ৫০ একর জমির দাম নির্ধারণ করা হয় ১২ কোটি ৬২ লাখ ২৫ হাজার টাকা। আর জাতীয় মহাসড়কের পাশে গড়িয়ারপাড় এলাকায় নতুন প্রস্তাবিত স্থানের জমির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। উপরন্তু গোটা দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার ও একটি জাতীয় মহাসড়কের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অতি স্পর্শকাতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থারও নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে।

গত ১ মার্চ বরিশালে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের প্রাক্কালে বিষয়টি নিয়ে দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখালেখি ও বরিশালের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান করে এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপও কামনা করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর অবিলম্বে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি টিম বরিশাল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সুধী সমাজের সাথে আলোচনাক্রমে এই টিম যেখানে নির্বাচন করবে, সেখানেই অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলেও ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বিষয়টি ওইদিনই প্রধান উপদেষ্টা নিজে এক প্রেস ব্রিফিং-এও নিশ্চিত করেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ৩১ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার প্রধান, যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী সমন্বয়ে একটি টিম বরিশালে এসে পূর্ব নির্ধারিত স্থান ও নতুন স্থানসহ আরো কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় সুধীজনদের সাথেও মতবিনিময় করেন। সে বৈঠকে উপস্থিত সুধীজনদের প্রায় ৯০ ভাগই পূর্বনির্ধারিত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন। কমিটি সে আলোকে ঢাকায় একাধিক বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করলেও তাতে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব দিচ্ছে না বলে জানা গেছে। কমিটির রিপোর্টে পরিবেশ, দূরত্ব, গুরুত্ব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বরিশালের নগরায়নের বিষয় ছাড়াও জনমতের বিষয়টিও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তবে এসব কোন বিবেচনাতেই প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্বনির্ধারিত ডেফুলিয়াকে বাদ দেয়ার সুযোগ নেই বলে ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছে। তবে এরপরও পূর্বনির্ধারিত ওই স্থানের ২৫ একর জমি ভোগদখলকারী ভূমিদস্যুর স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের একাধিক মহল সক্রিয় বলে জানা গেছে।

২৯ বছর আগে মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টাকে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে বরিশালের সচেতন মহল।